লূক-২১ জৈতুন পর্বতে যীশুর ভবিষ্যৎবানী

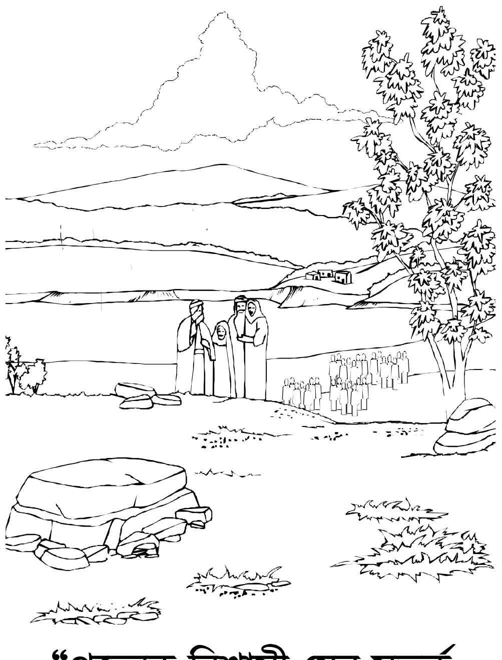

"প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন সতর্ক
ও প্রার্থনারত থাকে"

এবং বর্তমান কালের সতর্ক বানী ॥

লূক-২১ জৈতুন পর্বতে যীশুর ভবিষ্যৎবানী

খৃষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল ষ্টুডেন্টস
পোঃ বক্স নংঃ ৯০৫২, বনানী, ঢাকা - **১২১৩**, **বাংলাদেশ**
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

Luke 21 - The Olivet Prophecy

Christadelphian Bible Students:
PO Box 9052, Banani, Dhaka 1213, Bangladesh
3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

লূক-২১ জৈতুন পর্বতে যীশুর ভবিষ্যৎবানী

এবং বর্তমান কালের সতর্কবানী ॥

“প্রত্যেক বিশ্বাসী যেন সতর্ক ও প্রার্থনারত থাকে”

যেরুশালেমে অবস্থান কালে যীশু ধর্ম্মধামের দিকে দৃষ্টি দিলেন, দেখলেন মন্দিরটি সুন্দর সুন্দর প্রস্তরের গাঁথনি ও দামী নিবেদিত জিনিষ দিয়ে সুশোভিত, তখন তিনি তাঁর শিষ্যদের উদ্দেশ্যে ভবিষ্যদ্বানী করলেন, তোমরা এই যে সকল দেখিতেছ, এমন সময় আসিতেছে যখন ইহার একখানি পাথর অন্য পাথরের উপর থাকবে না, সমস্তই ভূমিসাৎ হইবে” (লূক ২১:৬)।

যীশুর ঐ কথায় শিষ্যরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে যীশুকে অনুসরণ করতে করতে বৈথনিয়ার দিকে অগ্রসর হতে লাগলো, তার পর জৈতুন পর্বতে বিশ্রাম গ্রহণের সময় যীশুকে পিতর, যাকোব, যোহন, আন্দ্রিয় নির্জনে জিজ্ঞাসা করলো, “আমাদের বলুন দেখি এই সকল ঘটনা কখন ঘটিবে ? আর এই সমস্ত সিদ্ধি বা ঘটিবার চিহ্নই বা কি কি ? (মার্ক ১৩ঃ১-৪)। যীশুর ঐসব প্রশ্নের উত্তরকেই “জৈতুন পর্বতের” ভবিষ্যদ্বানী (Olivet Prophecy) বলে।

এই ভবিষ্যদ্বানীর বিষয়ে ৪টি সুসমাচারেই লিপিবদ্ধ করা হয়েছে, এর শুরু হয়েছে ৭০ খৃষ্টাব্দ থেকে যখন রোমীয় সৈন্যরা যেরুশালেম নগরীকে ধ্বংস স্তুপে পরিনত করেছিল এবং যীশুর দ্বিতীয় আগমন পর্যন্ত সে সব ঘটনা চলবে। ভবিষ্যদ্বানী গুলোকে নীচের কয়েকটি ভাগে ভাগ করা হলোঃ-

১।	লূক (২১ঃ ৮-২৪)। ৭০ খৃষ্টাব্দে যেরুশালেম নগরী ধ্বংসের মধ্যদিয়ে চিহ্নের ভবিষ্যদ্বানী শুরু হয়েছিল।

২।	লূক (২১ঃ২৫-২৮)। ঈশ্বরের রাজ্য প্রতিস্থাপনের পূর্বের ঘটনাবলী।

৩।	লূক (২১ঃ২৯-৩০)। ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত।

৪।	লূক (২১ঃ ৩৪-৩৮)। জাগিয়া থাকা ও প্রার্থনায় থাকবার জন্য সাবধান বানী।

**১।	(লূক ২১ঃ৮-২৪) যেরুশালেম ধ্বংসের সময়কার চিহ্ন গুলিঃ-**

ক)	ভক্ত খৃষ্টের উত্থাপন (৮পদ)- যীশুর এই ভবিষ্যদ্বানী পুর্নতা লাভ করেছিল যখন অনেক লোকই নিজেকে মশীহ বলে দাবী করেছিল। প্রথমতঃ একজন মিশরীয় যাদুকর নিজেকে একজন বড় ভাববাদী ও মশীহ দাবী করে (প্রেরিত ২১ঃ৩৮ চার সহস্র লোককে নেতৃত্ব দিয়ে যেরুশালেমে নগরীর প্রাচীর ভেঙ্গে ফেলে নগরী দখলের জন্য বিপ্লব ঘটিয়ে ছিল। ফিলিক্স তাদেরকে বাধা দিয়ে তাদের চক্রান্ত নস্যাৎ করেছিল কিন্তু সেই মিশরীয় পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছিল। এরপর বার সাইমন কয়েকবার নিজেকে মশীহ দাবি করে যিহুদীদের রোমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার নেতৃত্ব দিয়েছিল। ১৩৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হাদরিয়নকে পরাজিত করেছিল কারন সেই রাজা যেরুশালেম নগরীকে জনশুন্য করে, মাঠে পরিণত করেছিল, শস্য বিহীন ক্ষেতে লবন ছিটিয়ে ছিল, নগরীর নাম পরিবর্তন করে সেখানে জুপিটর দেবতার মুর্তি স্থাপন করেছিল।

খ)	যুদ্ধ এবং জাতিগত অস্থিরতা ঃ- (৯-১০) উক্ত মশীহ বা পরিত্রান কর্তাদের উদ্ভব হওয়াতে যিহুদীদের মধ্যে অস্থিরতা ও হানা-হানি চলতে থাকে রোমীয়

ইতিহাসবিদ টাকিটাসের (৫৮-১২০ খৃষ্টাব্দে) বর্ননা থেকে জানা যায় সেই সময় এখানে চরম বিপর্যয় ভয়ঙ্কর ত্রাসযুক্ত যুদ্ধ, জাতিতে জাতিতে হানাহানি, গন্ডগোল, শঙ্কাগ্রস্থ অবস্থার বিষয়ে উল্লেখিত।

গ) ভুমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অদ্ভুত লক্ষণঃ- (১১পদ)

প্রভু যীশুর মৃত্যুর সময় ভয়ঙ্কর ভুমিকম্প সংঘঠিত হয়েছিল (মথি ২৭ঃ ৫১), আগাবের মহা দুর্ভিক্ষ জনিত ভবিষ্যদ্বানী পুর্ন হয়েছিল (প্রেরিত ১১ঃ২৮) যিহুদী ইতিহাসবিদ যোষেপসি তার লেখা “দ্যা ওয়ার অব দি জিউস” (The War of the Jews) বইয়ের ৬ অধ্যায়ে সেই সময়কার যিহুদীদের ভয়ংকর অবস্থার কথা বর্ননা করেছেন যারা বিভিন্ন অশুভ পূর্বলক্ষন নিরিক্ষণ করেছে যেমন- **তারার পতন, তরবারীর আকারে তারকারাজী, নগরের মধ্যস্থানে ঝুলন্ত মৃতদেহ, বছরের সারা সময় ধরে ধুম কেতুর পতন**।

ঘ) তাড়না, নির্যাতন এবং অস্থিরতাঃ- (১২-১৫ পদ)

প্রভু যীশু তার শিষ্যদের সাবধান করে দিয়ে বলেছিলেন যে সুসমাচার প্রচারের কারনেই যিহুদী এবং পরজাতীয়রা পরস্পর পরস্পরের শত্রু হবে, যীশুর নাম প্রচারের জন্য তাঁর শিষ্যরা নির্যাতিত, তাড়িত, অপমানিত হবে যেমন যীশু যিহুদী ও পরজাতীয় উভয়ের হাতে হয়েছিলেন, এই ভবিষ্যদ্বানীর পূর্নতা আমরা আশ্চার্য্য জনক ভাবে পৌল এর জীবনে দেখতে পাই। (প্রেরিত ২১-২৬ অধ্যায়) নির্যাতনের ভয়ে হতাশাগ্রস্ত না হয়ে জোরালো ভাবে নিজেই সাক্ষ্য দিয়েছেন সুসমাচারের পক্ষে। প্রহারিত হবার পরও শিষ্যরা আনন্দ করেছেন কারন যীশুর ভবিষ্যদ্বানী প্রমানিত হয়েছে দেখে (প্রেরিত ৫ঃ৪০-৪১)। (প্রেরিত ৪ঃ১৩, ৫ঃ৩৩, ২৬ঃ৩১-৩২)।

ঙ)	ঘৃনিত হবে, নিকট আত্মীয় বন্ধুদের দ্বারা মারা যাবে, (২০-২৪ পদ)

যীশু বলেছিলেন তাঁর কারনে একে অন্যের মধ্যে দলা-দলি হবে। (লূক ১২ঃ৫১-৫৩) পরিবারে বিভেদ সৃষ্টি হবে। অর্থাৎ সুসমাচার যারা গ্রহন করবে তারা একদিকে আর যারা যারা করবে না তারা অন্যদিকে বিভক্ত হবে পরিবার তথা কথিত সমাজ বিশ্বাসীদের গ্রহন করবে না, ফলস্বরুপ তারা অপমানিত, অত্যাচারিত, খুন / নিহত হবে যার প্রমান আমরা প্রেরিতদের জীবন থেকে পাই।

চ)	**বড় প্রমান / চিহ্নঃ-** ধ্বংসের জন্য সৈন্যদের কার্যকলাপ. (২০-২৪ পদ) সবথেকে প্রমানিত ঘটনা ঘটেছে যখন রোমীয় সৈন্যরা যেরুশালেম নগরী এবং উপাসনা গৃহ ধ্বংস স্তুপে পরিনত করেছে। মথিলিখিত সুসমাচারের ২৪ঃ১৫ পদে যীশু দানিয়েল ভাবাদীর ভবিষ্যদ্বানী উল্লেখ করে বলেছেন, ধ্বংসের ঘৃন্য বস্তু (রোমীয় সৈন্য) পবিত্র স্থানে দাঁড়াইয়া আছে। যীশু দানিয়েল ভাববাদীর উক্তি তাদেরকে বুঝাবার জন্য বলেছিলেন, যা রোমীয় সৈন্যদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত ছিল। (দানিয়েল ৮ঃ১১-১৩ ও ২৪ পদ ৯ঃ২৭)।

যীশু অনেক আগেই বিশ্বাসীদের সতর্ক করেছিলেন রোমীয় সৈন্য আসলে, তার আগে যেন তারা পালিয়ে যায়। যিহুদী ইতিহাসবিদ **(যোষিফা ও ইসু বিয়াস)** তাদের ইতিহাস গ্রন্থে বর্ননা করেছেন যে, প্রথমত ঃ কসাটির্য়াস গালাস সেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে রোমীয় সৈন্যরা যেরুশালেম আক্রমন করবার জন্য অগ্রসর হলেও অজানা কোন কারণে পিছিয়ে যায় এবং সেই সময়ে খ্রীষ্টিয়ানরা **পলা** এবং **লিবানস** পর্বতের দিকে পালিয়ে গিয়ে প্রান রক্ষার সুযোগ পেয়েছিল।

যীশু প্রতিশোধের দিনের বিষয় বর্ননা করে বলেছিলেন ঈশ্বরের প্রসন্নতার বছর শুধুমাত্র, ইস্রায়েল নয় আরও অনেকের জন্যই ঈশ্বরের আত্মার অনুগ্রহ দত্ত হয়েছে, ঈশ্বরের পুত্রকে অবহেলার কারনে প্রতিশোধ বর্ত্তিত হবে অনেকের উপরে

লূক ৪ঃ১৯, ইব্রীয় ১০ঃ২৬-২৯, যিশাইয় ৬১ঃ২) কারন যীশু জানতেন, সে দেশ দুর্ভিক্ষে পতিত হবে, দুগ্ধপানরত গর্ভবতী শিশুরা ও সেই দুর্ভিক্ষের হাত থেকে রক্ষা পাবে না, (লূক ২১ঃ২৩, দ্বিতীয় বিবরন ২৮ঃ৩৩) ইতিহাস প্রমান করে ঐ সব ঘটনাবলী, তাই লূক ২১ঃ২৪ পদে যীশু বলেছেন ঐ সব লোকেরা বন্দী হবে, সকল জাতির মধ্যে ছিন্নভিন্ন হবে। সব ভবিষ্যদ্বানী সত্য হয়েছে, যিহুদীরা ১৯০০ বছর পর্যন্ত পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরজাতি হিসাবে বাস করেছে। কি রকম আশ্চার্য্য জনক ভাবে যীশুর এবং অন্যান্য ভাববাদীদের ভবিষ্যদ্বানীর সত্য প্রমানিত হয়ে ইতিহাস হয়ে আছে, কিন্তু যীশু যিহুদীদের চিরতরের জন্য বন্দীত্বের কথা বলেননি, বলেছেন পরজাতীয়দের সংখ্যা পূর্ন না হওয়া পর্যন্ত (২৪ পদ)।

২। ঈশ্বরের রাজ্য পুনঃ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেকার ঘটনা (লূক ২১ঃ২৫-২৮)

ভাববাদীগনের ভবিষ্যদ্বানীর পুর্নতা লক্ষ্য করা যায় বিগত ১০০ বছর ধরে ইস্রায়েল জাতি আবার পবিত্র ভূমিতে ফিরে বসবাস শুরু করেছে। (যিরমিয় ৩০ঃ১০-১১, যিহিস্কেল ৩৭, সখরিয় ১২ঃ৯-১০)। কিন্তু ১৯৬৭ সালের ৬ দিনের যুদ্ধের আগ পর্যন্ত ইস্রায়েল পরজাতিদের অধীন থেকে সম্পুর্ন মুক্ত হয়নি যদিও ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে আর্ন্তজাতিক নিয়মানুযায়ী স্বীকৃত হয় এর মধ্যে দিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৩ বছরের ভবিষ্যদ্বানীর পূর্নতা হয় যে পরজাতি দ্বারা যেরুশালেম অবিকৃত দুঃশাসিত হবে, সেটা শুরু হয়েছিল মহান আলেকজান্ডারের শাসনের মধ্যদিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩৩ এবং ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ২৩০০ বছরের ব্যবধান যে সময়কাল ঈশ্বর কতৃক পূর্ব নির্ধারিত ছিল (দানিয়েল ৮ঃ১৪)

পরজাতীয়দের সংখ্যাপূর্ণ হওয়া সম্পর্কে বলতে গিয়ে যীশু বিশ্ব মহাকাশের সূর্য, চাঁদ, তারাদের নিয়ে উদাহরন দিয়েছেন আকাশের সূর্য চাঁদ, তারা বা স্বর্গীয়

বস্তুগুলি এই পৃথিবীর রাজনৈতিক, ধর্মীয় ক্ষমতা সম্পন্ন শক্তিধরদের প্রতীক যারা পৃথিবীর সাধারন জনগোষ্ঠী, দেশকে পরিচালনা করে, শাসন করে (যিশাইয় ২৪ঃ২৩, যোয়েল ২ঃ১০-১১, ৩০-৩১, ৩ঃ১৫ যিশাইয় ১ঃ২,১০)। ঐ সব ক্ষমতা সম্পন্ন শাসকরা, সাধারন মানুষ জনগোষ্ঠীর দুঃখ কষ্ট সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ অকৃতকার্য।

ফরাসী বিপ্লবের করুন পরিসমাপ্তি হয়েছিল ধর্মীয় (চার্চ) নেতার কারনে ॥ ফ্রান্সে গনতন্ত্রের প্রবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল, কমিউনিষ্ট বিপ্লব এবং সামরিক দুঃশাসনের পর পরই সাধারন মানুষ কর্তৃক শাসন কার্য পরিচালনার মধ্যেদিয়ে সারা ইউরোপে গণতন্ত্র প্রচলনের মধ্যেদিয়ে সারা ইউরোপে গনতন্ত্র তথা কমিউনিষ্ট, দার্শনিকদের আধিপত্যের জোয়ার বইতে শুরু করে। কিন্তু বর্তমানে অনেক মানুষ / জাতি বিভ্রান্ত, দিশেহারা হয়ে তাদের সরকার বা শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে বা করবার চিন্তা করছে। তাহলে দেখা যাচ্ছে কমিউনিজমের চিন্তা ধারায় এ সময় যারা স্বাধীনতা, সাম্যতা প্রতিষ্ঠিত করেছে, তারাই আজ ক্ষমতা দখল, বিদ্রোহী এবং নিজেদের স্বার্থ রক্ষার্থে দুর্নীতি পরায়ন কার্যকলাপ করছে।

বর্তমানে পৃথিবীতে রাজনৈতিক অস্থিরতা আগের তুলনায় অনেকাংশে বৃদ্ধি পেয়েছে, দারিদ্রতা, হিংসা হিংসি মহামারী, নুতন নুতন মরন ঘাতী রোগ, হানা-হানি বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে বা অনেক শিশু বয়সে আকস্মিক ভাবে মারা যাচ্ছে। এর কারন কি ? তার উত্তর আমরা বাইবেলের ভবিষ্যদ্বানী থেকে পাই যে, শেষকালে পৃথিবী কি ভয়ঙ্কর দন্দ কোলাহলেপূর্ন থাকবে- প্রকাশিত ১৬ঃ১৩,১৪ যিশাইয় ৫৭ঃ২০-২১ পদে আমরা আরও বিস্তারিত দেখি।

৩।　ডুমুর গাছের দৃষ্টান্ত (লূক ২১ঃ২৯-৩৩)

ডুমুর গাছের পাতা ঝরে যাবার, চিহ্নতে বোঝা যায় গ্রীস্মকাল সন্নিকট। কিন্ত তারা এই চিহ্নতে বুঝতে সক্ষম হয়নি । অনেক ভাববাদিগনের পুস্তকে ইস্রায়েল জাতিকে ডুমুর গাছের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে (যিরমিয় ৮ঃ১৩, ২৪ঃ১, ২৯ঃ১৭, যোয়েল ১ঃ৭,১২) এবং প্রভুযীশু নিজেও তুলনা করেছেন (লূক ১৩ঃ৭, মার্ক ১১ঃ১৩-১৪)। গাছের পাতা গজানোর মধ্যেদিয়ে বোঝা যায় সেই গাছে আবার প্রানের সঞ্চার হবে ঠিক তেমনি ইস্রায়েল জাতির বিচ্ছিন্নতা থেকে পুনরায় একত্রিত হওয়ার অর্থ হচ্ছে তারা (১৯৬৭ সনে) তাদের মৃত অবস্থান থেকে জীবিত হয়েছে, আলাদা ইস্রায়েল রাষ্ট্র গঠনের মধ্যেদিয়ে (যিশাইয় ৬ঃ১৩)।

৪।　জাগিয়া থাকার সতর্ক বানী (লূক ২১ঃ৩৪-৩৬)

পুরাতন নিয়মেও ভাববাদীগন ভবিষ্যদ্বানী করে বিভিন্ন চিত্র বা ছবি তুলে ধরছেন, মানুষেকে বোঝানো বা সতর্ক করে দেবার জন্য। উদাহরন স্বরূপঃ যিশাইয় ভাববাদী তার পুস্তকে যিশাইয় ২৪ অধ্যায়ে বিস্তারিত বর্ননা করেছেন পৃথিবীস্ত আমোদ, উল্লাসকারী ঈশ্বর বিহীন লোকেরা বিনষ্ট হবে, উচ্ছেদ হবে, (যিশাইয় ২৪ঃ৬-৯)। জনগোষ্ঠী উম্মাদ, মত্ত লোকের মত টলবে, ভারগ্রস্ত হয়ে পতিত হবে, (যিশাইয় ২৪ঃ১৭-২২) বিচারিত হবে, তাদের হাতে তৈল নিয়ে ক্ষীনভাবে দাঁড়াতে চাইবে। পবিত্র শাস্ত্রে তৈল ঈশ্বরের পবিত্র আত্মার প্রতীক যা ঈশ্বরের বাক্য, কারণ বাইবেলে (দায়ুদ বলেন তোমার বাক্য আমার চরনের প্রদীপ) দিয়ে ঈশ্বর মানুষের অন্ধকারাছন্ন স্বভাব পরিস্কার করে থাকেন (যাত্রাপুস্তক ২৭ঃ২০, গীতঃ ১১৯ঃ১১০), আজকে যেটা আমরা বাইবেল বা ঈশ্বরের বাক্য হিসাবে পাই এবং এই বাইবেলে খ্রীষ্টের সুসমাচার প্রকাশিত হয়েছে সেই তৈল বা

পবিত্র আত্মার দ্বারা (২য় পিতর ১ঃ১৯-২০, ২য় করিন্থীয় ৪ঃ৪)। সুতরাং আমাদের অবশ্যই সেই সুসমাচার বা ঈশ্বরের দেওয়া বাক্য সঠিক ভাবে আমাদের জীবনে ধারন করা উচিৎ যাতে আমাদের মানবীয় স্বভাবের বদলে আমরা তৈল পরিপূর্ন উজ্জ্বল বাতি বা আলো হয়ে জ্বলতে পারি (মাথি ৫ঃ১৫-১৬)। যীশু খ্রীষ্টকে যারা বিশ্বাস করে অনুসরন করে তাদের জীবনে যীশু আলো হয়ে প্রকাশিত হন এবং এর মধ্যেদিয়ে আমরা কতটুকু বুদ্ধিমান হয়ে তৈলরুপ ঈশ্বরের বাক্য অনুসারে চলেছি তার বিচার করবেন শেষ বিচারের দিনে (১ম যোহন ৩ঃ২, মথি ৭ঃ২১-২৪)।

তাহারা সকলে ঢূলিতে ঘুমাইয়া পড়িল (মথি ২৫ঃ৫)

এই পদ থেকে বোঝা যায় যে, প্রভুর ফিরে আসবার আগে যে সময় অতিবাহিত হয়ে গেছে বা যাচ্ছে এ সময়ের মধ্যে প্রায় সব ধার্মিক ব্যক্তিই মারা যাবে কিন্তু মাত্র অল্প কিছু সংখ্যক তাঁর আগমনের সময় জীবিত থাকবে (১ম থিষলনিকিয় ৪ঃ১৫, ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৫১)। যখন বর এসে ডাকবে তখন জেগে উঠবে, যে সব কুমারীরা জেগে ছিল এবং বরের সাথে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিল তারাই বর অর্থাৎ প্রভু যীশুর সাথে থাকবার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, অন্ধকার মুহুর্তে মধ্যরাতে (যখন পৃথিবীর অবস্থা নোহের জলপ্লাবনের সময়কার অবস্থায় পরিণত হবে) বর এসে ডাকার অর্থ হচ্ছে যে প্রভু যীশু আসবেন একবারেই হঠাৎ করে এবং খুব কম সংখ্যক বিশ্বাসী তাদের প্রদীপ (যারা তাদের জীবনে ও কাজের মধ্যেদিয়ে যীশুকে প্রতিফলিত করেছে) নিয়ে যীশুর সাথে যাবার আহবান পাবে।

উপরের পদের (২৫ঃ৫) বিশ্লেষনে দেখা যায় অন্যান্য অলস, বোকারা বুদ্ধিমানদের বলবে তোমাদের কাছে থেকে কিছু তেল ধার দাও কারন আমাদের তৈল ফুরিয়ে গেছে। কিন্তু তখন আর সময় থাকবে না কারন তাদের জীবনকালে তারা সুযোগ পেয়েও **ঈশ্বরের বাক্যমত চলেনি, ঈশ্বরের রাজ্যের জন্য কাজ করেনি,**

সুতরাং তারা যীশু বা বরের সাথে থাকবার যোগ্য নয়। তারা যীশু তার রাজ্যে ফিরে যাবার সাথে সাথেই তারা ঈশ্বরের বাক্যরুপ তেল তাদের জীবনে প্রয়োগ করার সুযোগ হারাবে। কেউ কেউ জীবিত থাকলেও যীশুর হঠাৎ আগমনের সময় তাদেরও জীবন প্রদীপ নিভে যাবে চিরতরে, কারন তারা ঈশ্বরের বাক্যরূপ প্রদীপ তাদের জীবনে জ্বালায়নি।

ঈশ্বরের বাক্য নামক তেলের জন্য কোন টাকা খরচ করতে হয় না শুধুমাত্র ব্যক্তি জীবনে প্রয়োগ করতে হয়ঃ- "অহো তৃষিত লোক সকল, তোমরা জলের কাছে আইস, যাহার রৌপ্য নাই আইসুক, তোমরা আইস, খাদ্য ক্রয় কর, ভোজন কর, হ্যাঁ আইস, বিনা রৌপ্যে খাদ্য, বিনামূল্যে দ্রাক্ষারস ও দুগ্ধ ক্রয় কর" (যিশাইয় ৫৫ঃ১)

বিবাহ বাড়িতে অর্থাৎ ঈশ্বরের রাজ্যে প্রবেশের জন্য দরজা যখন বন্ধ হয়ে যাবে তখন কেউ কেউ আর্তনাদ করে বলবে "প্রভু আমাদের ভিতরে নিন, দরজা খুলুন (মথি ২৫ঃ১১) কিন্তু যীশু তিরস্কার করে বলবেন" আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি আমি তোমাদিগকে চিনি না (মথি ২৫ঃ১২) যীশু তাদের জন্য আর দ্বার খুলবেন না কারন তাদের জীবনের দরজা খুলে তারা যীশুকে গ্রহন করেনি, যীশু তাদের চিনবেন না কারন তারা ও জীবিত অবস্থায় সঠিক ভাবে যীশুকে চেনেনি।

যীশুর দেওয়া এই উপদেশ সমূহের সাথে পুরাতন নিয়মের অনেক শিক্ষার মিল রয়েছে, যেমনঃ-

হিতোপদেশ ২১ঃ২০ "জ্ঞানীর নিবাসে বহুমূল্য ধনকোষ ও তৈল (ঈশ্বরের বাক্য) আছে' হীনবুদ্ধি তাহা খাইয়া ফেলে"। অন্যদিকে নোহের জল প্লাবনের সময় অনেকেই বাঁচার জন্য জাহাজে উঠতে চেয়েছিল কিন্তু ঈশ্বর নিজে জাহাজের দ্বার বন্ধ

করেছিলেন ঠিক তেমনি অযোগ্য, মানুষের জন্য যীশু ঈশ্বরের রাজ্যের দ্বার বন্ধ করবেন, (আদি ৭ঃ৭, ১৬, মথি ২৫ঃ১০)

অন্য আর একটি দৃষ্টান্তে যীশু বলেছেন, নির্বুদ্ধি সম্পন্ন বোকা দাসটি তার প্রভুর দেওয়া তালন্ত প্রভুকে ফিরিয়ে দিয়ে বলবে (মথি ২৫ঃ২৪-২৫) আমি জানতাম আপনি কঠিন লোক যেখানে বুনেন নাই সেইখানে কাটিয়া থাকেন যেখানে ছড়ান নাই, সেইখানে কুড়ান, তার পরও সেই দাস প্রভুর দ্বারা প্রত্যাখিত হবে, কারন প্রভুর প্রতি সে বিশ্বস্ত ছিল না, কারন প্রভুর কথা সে অনুসরন করেনি। অর্থাৎ ঈশ্বরে বিশ্বাসীগন হচ্ছে ঈশ্বরের সেবক বা দাস, এবং প্রত্যেক সেবক বা দাসের উচিত তার প্রভুর প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তার আদেশ অনুযায়ী চলা, ব্যবসায়ী যেমন ব্যবসা করে টাকা থেকে টাকা কামায়, তেমনি ঈশ্বরের বাক্যও প্রত্যেক বিশ্বাসীর জীবনে প্রভাব ফেলে, মেনে চললে তার জীবন পরিবর্তিত হবে তাতে অন্যান্য লোক সেই বিশ্বাসীর জীবন চলার পথে বা জীবন যাপন দেখে আকৃষ্ট হয়ে ঈশ্বরের বাক্যরূপ কাপড় কে (খ্রীষ্টকে) তাদের জীবনে পরিধান করতে পারে। ঈশ্বরের বাক্যরূপ সত্যকে কখনও চেপেরাখা বা ঢেকে রাখা যায় না। দুষ্ট দাস অর্থাৎ নাম মাত্র লোকদেখানো ভ্রান্ত বিশ্বাসীকে তার প্রভু বাইরে ফেলে দেবেন (মথি ২৫ঃ৩০)।